যুগান্তর

তারিখ 19 JAN 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে ৩ হাজার কোটি টাকা দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক

যুগান্তর রিপোর্ট

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন কর্মসূচিতে নতুন করে ৪০ কোটি ডলারের সহায়তা দিচ্ছে দাতা সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক, যা দেশীয় মুদ্রায় দাঁড়ায় ৩ হাজার ১৬০ কোটি টাকা। এর আগে চলমান এ কর্মসূচির মেয়াদ ও বৈদেশিক সহায়তার অংশে ব্যয় বাড়ানো হয়। যদিও দেশীয় অংশ জিওবি বরাদ্দ কমানো হয়েছিল। আগামী ২৫ জানুয়ারি রাজধানীর আগারগাঁও এনইসি সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব ব্যাংকের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। চুক্তিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ইআরডি সচিব মোহাম্মদ মেসবাহউদ্দিন এবং বাংলাদেশ মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর ইউহানেস জাট বিশ্বব্যাংকের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৩) আওতায় এই টাকা খরচ করা হবে। এর আগে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় চলমান প্রকল্পটির সংশোধনী অনুমোদন দেয়া হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী সব ছেলেমেয়ে যাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ৫ বছর মেয়াদি শিক্ষা শেষ করতে পারে সে জন্যই প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পটি ২০১১ সালের আগস্টে যখন প্রথম অনুমোদিত হয় তখন এর ব্যয় ধরা হয়েছিল ২২ হাজার ১৯৬ কোটি টাকা। ২০১১ সালের জুলাই থেকে প্রকল্পটি শুরু হওয়ার কথা থাকলেও প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় ২০১১ সালের আগস্ট মাসে। এ জন্য ওই অর্থ বছরে প্রকল্পটির অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া যায়নি। ফলে প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি কিছুটা পিছিয়ে পড়ে যাশেষ করতে অতিরিক্ত দেড় বছর প্রয়োজন হয়। বর্তমান সরকার ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করেছে। এসব বিদ্যালয়ের জন্য অতিরিক্ত ১ জন করে প্রি-প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এ প্রকল্প থেকে করায় প্রকল্পে কিছুটা সংশোধনী আনা হয়।